উসূলে হাদীস
ও মুদাল্লিসের 'আন' সম্বলিত বর্ণনার হুকুম

মূল : শাইখ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ ﷾
সংকলন : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ ﷾-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৭

সঙ্কলক পরিচিতি ৯

কিছু কথা ১০

মৌলিক নীতিমালাসমূহের পরিচয় ১১

(১) হক্বের মানদন্ড ১১

(২) মোকাবেলা ১১

(৩) সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা ১২

(৪) যঈফ হাদীসের পরিচিতি ১৩

(৫) সহীহ ও যঈফ আখ্যাদানে মুহাদ্দিস ইমামদের মতানৈক্য ১৩

(৬) 'জারহ' ও 'তাদীল'-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ইমামদের ইখতিলাফ ১৩

'জারহ 'তাদীল ১৪

(৭) গ্রন্থের বিশুদ্ধতা ১৪

(৮) বক্তব্যসমূহ ও অন্যান্য বিষয়াবলী সহীহ হওয়ার তাহক্বীক্বী মানদন্ড ১৫

(৯) একই ব্যক্তির বক্তব্যসমূহে স্ববিরোধীতা ১৫

(১০) সাধারণ সমালোচনা ১৬
মাযহাবী ভিন্নতা হাদীসের বিশুদ্ধতার বিপরীত নয় ১৬
হাফেয ইবনে হাজার ﵀-এর (রাবীদের) স্তর বিভাজন ১৭
শায়খ আলবানী ﵀ ও (রাবীদের) স্তর বিন্যাস ১৮
তাক্বলীদপন্থীগণ ও স্তর বিন্যাস ১৯
সুফিয়ান সাওরী ﵀-এর তাদলীস ২২
সুফিয়ান সাওরী ﵀-এর তাদলীস ও ত্বাবাক্বায়ে সানিয়া? ২৩
দেওবন্দ ও আহলে ব্রেলভী-এর কতিপয় উদ্ধৃতি ৩২
কতিপয় ধোঁকাবাজির জবাব ৩৫
ইবনে জুরাইজের তাদলীস সম্পর্কে..... ৪১
উসূলে হাদীস ও মুদাল্লিসের 'আন' সম্বলিত বর্ণনার হুকুম ৪৭
খাসকে 'আম'-এর উপর অগ্রাধিকার দেয়া ও তাখসীসের কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ- ৬০
ইমাম শাফেঈ ﵀ ও মাসআলায়ে তাদলীস ৬২
হাফেয ইবনে হিব্বান এই বর্ণনা হতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলি স্পষ্ট হয় ৭২
ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ ৭৩
মুদাল্লিস রাবীগণ দু প্রকার ৭৬
ইমাম শাফেঈ ﵀-এর উসূল ৮৩
ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের দশটি উদ্ধৃতি.....৯০

শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ ﵀-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ ১৯৫৭ সালের ২৫ জুন পাঞ্জাব-এর এ্যাটক জেলার কাছাকাছি পীরদাদ গ্রামে জন্মলাভ করেন। তিনি ছিলেন পাঠান বংশীয়। ১৯৮২ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং তার ৩ ছেলে (তাহির, আব্দুল্লাহ সাকিব ও মুয়াজ) এবং চার কন্যা ছিল। তিনি তাঁর মূল ভাষা হিন্দকো ছাড়াও আরবি, ইংরেজি, উর্দু, পশতু, ফার্সি ও গ্রীক ভাষা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারতেন।

শিক্ষা : শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ এফ. এ (এক সময় ইন্টারমিডিয়েটকে ফার্স্ট আর্ট বা এফ এ. বলা হতো) পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে বি.এ শেষ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ সালে আরবিতেও এম.এ. শেষ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি সহীহ বুখারি'র প্রথম খণ্ড পড়েন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে আহলে হাদীস হয়ে যান।

দাওয়াতের ময়দানে অবদান : পাকিস্তানের আলবানীখ্যাত "হাফেজ যুবায়ের আলী যাঈ" তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক রাশিদির মতো একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাকারিক ছিলেন। তিনি হাজরোতে একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছিলেন।

হাফিজ যুবায়ের আলী যাঈয়ের বেশিরভাগ রচনা গবেষণামূলক। দারুস সালামের সাথে কাজ করে তিনি কুতুবুস সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ) তাহকীক ও পর্যালোচনা করেছেন।

রচনাবলী : তিনি উর্দু ও আরবী উভয় ক্ষেত্রেই অনেক বই রচনা করেছেন।

তাঁর তাহকীককৃত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : ১. সুনান আবু দাউদ, ২. সুনান তিরমিযী, ৩. সুনান ইবনু মাজাহ, ৪. সুনান আন-নাসায়ী।

এছাড়াও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে :

১. মুয়াত্ত মালিকের তাহকীক ও শরাহ, ২. মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩. ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর কিতাবুয-যুয়াফাহ, ৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী

রহিমাহুল্লাহর ত্ববকাতুল মুদাল্লিস, ৫. ইমাম বুখারীর তাহকীক জুযউ রাফউল ইয়াদাইন, ৬. ইমাম বুখারীর তাহকীক জুজউল কিরয়াত, ৭. তাফসীর ইবনে কাসীরের তাহকীক, ৮. নিমভী হানাফীর আসারুস সুনানের তাহকীক ও রদ করে "আনওয়ারুস সুনান, ৯. কিতাবুল আরবাইন লি ইবনে তাইমিয়্যাহ। ১০. তাহকীক মাসায়েলে মুহাম্মদ বিন উসমান বিন আবী শায়বাহ, ১১. তাহকীক ও তাখরীজ আহসাদীসু ইসবাতু আযাবুল কবর লিল বায়হাকী, ১২. তাহকীক ও তাখরীজ মুসনাদে হুমায়দী, ১৩. তাখরীজ কিতাবুয যুহদ লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, ১৪. তালখীসুল কামাল লি ইবনে আদী, ১৫. তাহকীক ও তাখরীজ বুলুগুল মারাম, ১৬. তালখীসু (সংক্ষিপ্ত) তারিখে বাগদাদ লিল খতীব, ১৭. তালখীসু জারাহ ওয়া তাদীল লি ইবনে আবী হাতীম, ১৮. তালখীসু সিক্বাত লি ইবনে হিব্বান, ১৯. তালখীসু কিতাবুল মাজরুহীন লি ইবনে হিব্বান, ২০. তাহকীক সীরাত ইবনে হিশাম।

ফিকহী ও ফতোয়ার কিতাব : ১. ইলমি মাক্বালাত (৬ টি খণ্ডে), ২. ফতোয়ায়ে ইলমিয়া-১ (৩টি খণ্ডে)

শাইখ এর বাংলায় অনূদিত বই ও প্রবন্ধসমূহ : ০১. আল-ক্বওলুল মাতিন ফিল জাহরি বিত্তামীন, ০২. আমীন, উকাড়ভীর পর্যালোচনা, ০৩. তাওফীকুল বারী, ০৪. নুরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রফইল ইয়াদাইন, ০৫. সালাতে হাত বাঁধার বিধান ও স্থান, ০৭. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা কি শির্ক? ০৮. খোলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছর খেলাফত, ০৯. এক অনজলী পানি দ্বারা মুখে ও নাকে পানি, ১০. তারাবীহ এর রাকআত সংখ্যা, ১১. আহলে হাদীস একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, ১২. ফাতেহা খলফুল ইমাম, ১৩. ইসলামে তাকলীদের বিধান, ১৪. তাহকীক জুয উল কিরাত, ১৫. তাহকীক জুয রাফউল ইয়াদাইন, ১৬. ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ, ১৭. কুরবানীর আহকাম ও মাসায়েল, ১৮. সীরাতে রাহমাতুল লিল আলামীন, ১৯. রুকূ পেলে রাকআত হয় কি?, ২০. মুখতাসার আল-ক্বওলুল মাতিন ফিল জাহরি বিত-তামীন।

মৃত্যু : হাফেজ জুবায়ের আলী যাঈ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এ পক্ষাঘাতের আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রায় দুই মাস ধরে শিফা আন্তর্জাতিক হাসপাতাল ইসলামাবাদে ভর্তি হওয়ার পর, রবিবার ১০ নভেম্বর ২০১৩ সকাল সাড়ে সাতটায় বেনজির ভুট্টো হাসপাতাল, রাওয়ালপিন্ডিতে মারা যান।

সঙ্কলক পরিচিতি

নাম: ব্রাদার রাহুল হোসেন-রুহুল আমিন।

জন্ম: ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন: বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে। ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি, এ) করেন।

দ্বীনের দ্বাঈ: ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের 'কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স' লেকচার শুনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালেখি, আলোচনা ও সমালোচনা করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কিছু কথা

হাফিজ যুবায়ের আলী যাঈ ﷾ তাদলীস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে। সেই লেখাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই কারণে শাইখ ﷾-এর এ সম্পর্কিত লেখাগুলো একত্রিত করে সংকলন করলাম। বিস্তারিত জানতে শাইখ ﷾-এর মাসাইলে তাদলীস গ্রন্থটি দেখতে পারেন। এই বইটি সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ নেওয়া হয়েছে আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) কর্তৃক অনূদিত হাফিজ যুবায়ের আলী যাঈ ﷾-এর বিভিন্ন বই থেকে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি লেখক ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। -আমীন!

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

মৌলিক নীতিমালাসমূহের পরিচয়

(১) হক্বের মানদন্ড

কিতাবল্লাহ ও রাসূলের হাদীস দলীল ও হক্বের মানদন্ড। শর্ত হল, উক্ত হাদীসটিকে কবুলযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা সহীহ বা হাসান (লি-যাতিহি) হতে হবে। দলীল- আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের আমীরদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর তবে তা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই কল্যাণকর এবং উৎকৃষ্ট তাফসীর তথা ব্যাখ্যা'।[১]

'ইজমা'ও দলীল।[২]

(২) মোকাবেলা

আল্লাহ ও রাসূলের মোকাবেলায় প্রত্যেক ব্যক্তির কথা প্রত্যাখ্যাত। চাই উক্তিকারী যত বড়ই বুযুর্গ ও মহান কেউ হোক না কেন?

---

১. নিসা ৪/৫৯; তাফহীমুল কুরআন ১/৩৬৩, ৩৬৬।

২. দেখুন : ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ এবং সাধারণ উসূলের গ্রন্থসমূহ ও মাসিক আল-হাদীস, হাযরো-১ পৃ. ৪।

(৩) সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعَلَّلًا فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

'সহীহ হাদীস হল, ঐ সনদবিশিষ্ট হাদীস যার সনদ সংযুক্ত থাকে (শুরু হতে) শেষ পর্যন্ত (এক) আদল, যাবেত্ব থেকে (অবশিষ্ট) আদল, যাবেত্ব এর বর্ণনার মাধ্যমে। আর তা শাযও হবে না ত্রুটিযুক্তও হবে না। আর এটাই ঐ হাদীস যার জন্য বিশুদ্ধতার হুকুম প্রযোজ্য হয় আহলেহাদীসদের (মুহাদ্দিসগণ) মাঝে কোন ইখতিলাফ ছাড়াই।[৩]

'মুত্তাসিল' (সংযুক্ত) -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুনক্বাত্বি, মুআল্লাক্ব, মুযাল ও মুরসাল না হওয়া।

'শায'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের চাইতে 'আওসাক্ব' বা বেশী নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত না হওয়া।

মালূল না হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তাতে 'মারাত্মক ত্রুটি' না থাকা।

(ক) মুখতালিত্ব রাবী ইখতিলাত্বের পর রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হচ্ছে 'ইল্লাতে ক্বাদিহা'।

(খ) মুদাল্লিস রাবীর 'আন' শব্দ ইত্যাদির সাথে 'সামা'র স্পষ্টতা ব্যতীত রেওয়ায়াত করা হল 'ইল্লাতে ক্বাদিহা' ।

(গ) 'ইলালে হাদীস'-এর দক্ষ মুহাদ্দিসগণের কোন রেওয়াতকে ঐক্যমতের সহিত মালূল ও যঈফ বলা 'ইল্লাতে ক্বাদিহা'।

৩. মুক্বাদ্দামা ইবনে সালাহ, শরহে ইরাক্বী সহ পৃ. ২০।

(৪) যঈফ হাদীসের পরিচিতি

প্রত্যেক ঐ হাদীস, যার মাঝে সহীহ বা হাসান হাদীসের গুণাবলী বিদ্যমান না থাকে, তবে ঐ হাদীসটি যঈফ হবে। ... আর তার প্রকারসমূহ এই যে, যেমন (যঈফ) মাওযূ, মাক্বলূব, শায, মুআল্লাল, মুযত্বারিব, মুরসাল, মুনক্বাত্বি এবং মুযাল ইত্যাদি।[৪]

(৫) সহীহ ও যঈফ আখ্যাদানে মুহাদ্দিস ইমামদের মতানৈক্য

যদি কোন হাদীসের সহীহ ও যঈফ নিরূপণে মুহাদ্দিস ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ হয়; তাহলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ও (হাদীস) বিষয়ক দক্ষ (মুহাদ্দিসদের) সংখ্যাগরিষ্ঠকে নিশ্চিতরূপে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

আর যদি কোন হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য হন; বাহ্যিকভাবে সনদটি সহীহ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু (সকল মুহাদ্দিস বা) অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে (হাদীসটিকে) যঈফ স্থির করেন; তবে তা যঈফ অনুধাবন করা হবে।

(৬) 'জার্হ' ও 'তাদীল'-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ইমামদের ইখতিলাফ

যাকে মুহাদ্দিস ইমামগণ নির্ভরযোগ্য বা যঈফ বলেন; তিনি সর্বদা নির্ভরযোগ্য বা যঈফ-ই হন। যদি তাদের মাঝে ইখতিলাফ হয়; আর 'জার্হ' ও 'তাদীল' উভয়ই 'মুফাস্সার' ও 'মুতাআরিয' হয় এবং সমন্বয় না হয়; তবে মুহাদ্দিস ইমামদের (নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও হাদীস বিশারদ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবশ্যিকরূপে সর্বদা প্রাধাণ্য পাবে।

৪. মুক্বাদ্দামা ইবনে সালাহ হতে সংক্ষেপিত পৃ. ২০, মুলতান ছাপা। (আমরা এ বিষয়ে ইমাম ইবনু কাসীরের ইখতিসারু উলূমিল হাদীস গ্রন্থটির অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করবো যেন উসূলে হাদীসের এ সকল পরিভাষা আয়ত্বে সুবিধা হয়।-অনুবাদক)।

'জারহ্ 'তাদীল

(ক) 'জারহ মুফাস্সার' 'তাদীলে মুবহাম'-এর উপরে প্রাধাণ্য পাবে।

(খ) 'তা'দীলে মুফাস্সার' 'জার্হ মুবহাম'-এর উপরে অগ্রাধিকার পাবে। যেমন–

উদাহরণ-১ : দশজন বললেন, 'আলিফ' নির্ভরযোগ্য। একজন বললেন, 'আলিফ' 'বা'-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

ফলাফল : 'আলিফ' নির্ভরযোগ্য রাবী। আর 'বা'-এর মধ্যে (অর্থাৎ যখন 'বা' হতে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন 'আলিফ') যঈফ।

উদাহরণ-২ : দশজন বলেছেন, 'জীম' হলেন যঈফ রাবী। একজন বললেন, 'দাল' এর মধ্যে (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) নির্ভরযোগ্য রাবী।

ফলাফল : 'জীম' যঈফ (দুর্বল রাবী)। ও 'দাল' এর মধ্যে তিনি নির্ভরযোগ্য।

(৩) যদি 'জারহ (মুফাস্সার)' ও 'তাদীলে (মুফাস্সার)' সমান হয় তবে 'জারহ' অগ্রাধিকার পাবে।

(৭) গ্রন্থের বিশুদ্ধতা

বর্ণনাসমূহ ইত্যাদির সহীহ হওয়ার ইলমী মানদন্ড এই যে,

প্রথমত : যে গ্রন্থসমূহে এই রেওয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলির লেখকদের স্বয়ং নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[৫]

৫. শায়খ মুহাম্মাদ রঈস নাদভী, আল-লামহাত ১/৭৩।

দ্বিতীয়ত : উক্ত গ্রন্থগুলির লেখকগণ পর্যন্ত অবিরতধারায় বা সনদের সাথে সহীহ হতে হবে। গ্রন্থের অন্যান্য কপিগুলোকেও সম্মুখে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত : এই গ্রন্থগুলির বর্ণনাকৃত সনদসমূহ, বক্তব্যসমূহ সহীহ ও মুত্তাসিল হতে হবে এবং 'ইল্লাতে ক্বাদিহা' হতে মুক্ত হতে হবে।

(৮) বক্তব্যসমূহ ও অন্যান্য বিষয়াবলী সহীহ হওয়ার তাহক্বীক্বী মানদন্ড

৭ নাম্বার উসূলের ব্যাখ্যায় আরো বক্তব্য রয়েছে যে, (বিভিন্ন ইমামের) উক্তিসমূহ সহীহ হওয়ার ইলমী ও তাহক্বীক্বী মাপকাঠি এই–

(ক) যদি গ্রন্থকারের মন্তব্য তার গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়, তবে তাকে উক্ত গ্রন্থের লেখক হওয়া সহীহ ও প্রমাণিত হতে হবে।

(খ) আর যদি গ্রন্থকার কোন পূর্ববর্তী ইমামের মন্তব্য নকল করেন, তবে সেই উক্তিকারী পর্যন্ত সনদটি সহীহ ও মুত্তাসিল হতে হবে। যদি এ শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে, তবে (গ্রন্থকার কর্তৃক নকলকৃত) উক্ত মন্তব্যটি 'অস্তিত্বহীন' মনে করতে হবে।

(৯) একই ব্যক্তির বক্তব্যসমূহে স্ববিরোধীতা

যদি একই ব্যক্তির (মুহাদ্দিস, ইমাম, ফক্বীহ ইত্যাদি) বক্তব্যসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় তবে-

(ক) সমতা ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেমন–

একবার বললেন, ثقة তিনি সিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য। অন্যবার বললেন, ثقة سيء الحفظ يا سيء الحفظ তিনি নির্ভরযোগ্য, বাজে হিফযের অধিকারী।[৬]

ফলাফল : উক্ত রাবী (ন্যায়-পরায়ণের দৃষ্টিকোণ হতে) ثقة নির্ভরযোগ্য। আর (হিফযের দৃষ্টিকোণ হতে) سيء الحفظ বাজে স্মৃতির অধিকারী।

৬. যে রাবীর মাঝে ন্যায়-পরায়ণ ও মুখস্ত করে হাদীস সংরক্ষণ করার গুণাবলী বিদ্যমান তাকে সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলা হয়।-অনুবাদক।

(খ) উভয় বক্তব্যই বাতিল করতে হবে। যেমন– 'আব্দুর রহমান বিন সাবেত বিন সামেত' -এর উপর ইমাম ইবনে হিব্বান সমালোচনা করেছেন এবং তাকে 'কিতাবুস সিক্বাত' (নির্ভরযোগ্য রাবী চরিত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন যে, ইবনু হিব্বানের দুটো বক্তব্যই বর্জিত হয়েছে।[৭]

(১০) সাধারণ সমালোচনা

জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যেই নির্ভরযোগ্য বা সত্যপরায়ণ রাবীর উপর সাধারণ সমালোচনা অর্থাৎ يَهِمُ (তিনি সামান্য ভুল করেন), له اوهام (তার কতিপয় ভুল-ত্রুটি রয়েছে), يخطيء (তিনি ভুল করেন).. ইত্যাদি থাকে, তবে তার একক হাদীস (শর্ত হল যে, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত না হয় এবং মুহাদ্দিসগণ বিশেষ এই রেওয়ায়াতকে যঈফ না বলেন তাহলে) হাসান হয়ে থাকে।[৮]

যিনি (জমহুরের নিকটে) অত্যন্ত ভুলকারী, অত্যধিক ত্রুটিকারী, মাত্রাধিক বিচ্যুতিকারী ও বাজে স্মৃতিধারী ইত্যাদি হয়ে থাকেন, তার একক হাদীস যঈফ বিবেচিত হয়।

মাযহাবী ভিন্নতা হাদীসের বিশুদ্ধতার বিপরীত নয়

যেমন যে রাবীর নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়; তার ক্বাদরী, খারেজী, শীআ, মুতাযিলাহ, জাহমিয়া ও মুরজিয়া ইত্যাদি হওয়া তার (বর্ণিত) হাদীসের বিশুদ্ধতার বিপরীত নয়। শর্ত হল, তিনি নিজের বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী/আহ্বানকারিণী হতে পারবেন না। আর তার বিদআত ইজমানুপাতে 'মুকাফফিরা' হবে না।[৯]

---

৭. মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৫২।

৮. 'তিনি সামান্য ভ্রান্তিতে পতিত হতেন, তার কিছু ভুল হয়েছে, তিনি ভুল করতেন' ইত্যাদি বাক্যগুলোকে মা'মূলী জারহ বা সাধারণ সমালোচনা বলা হয়। অনুবাদক।

৯. উপরন্তু দেখুন : মৌলবী সরফরায খান সফদর সাহেব দেওবন্দী, আহসানুল কালাম ১/৩০।